unesco

Rural Craft & Cultural Hubs
of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal

পটচিত্র

ছবিতে গল্প

“একটা সৃজন শিল্প হয়ে ওঠে তখনই যখন সেটা স্রষ্টার স্মৃতি ও কল্পনার কাছে ঋণ স্বীকার করে।

- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গের রুরাল ক্রাফট ও কালচারাল হাব

পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এই রাজ্যের পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলার নান্দনিক উত্তরাধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। খেজুর পাতা এবং সাবাই ঘাস দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, হাতে বোনা পাটের মাদুর (ধোকরা), বেতের সরু কাঠি বা মাদুরকাঠি দিয়ে তৈরি শীতলপাটি এবং মাদুর, মৃৎপাত্র, কাঁথাশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, যেখানে দেশীয় কারুশিল্পের দক্ষতার সঙ্গে জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্পদ্রব্যের সংমিশ্রণ ঘটে।

বাংলার লোকশিল্প এই ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জাতিগত ঐতিহ্য ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারাকে প্রতিফলিত করে। মুখোশের বৈচিত্র্য, ডোকরা এবং অন্যান্য ধাতুশিল্পের কাজ বাংলার শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি গায়কদের সুমধুর সুর, ছৌ, রায়বেঁশে ও ঝুমুরের বর্ণময় নৃত্য, পুতুলনাচ ও পটচিত্রের মতো গল্প বলার ঐতিহ্য এবং গম্ভীরা, বনবিবির পালার মতো লোকনাট্য ও অন্যান্য লোকশিল্পে। ‘রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব’(RCCH) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোটো, মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর (MSME&T) ও ইউনেস্কো-র (UNESCO) তত্ত্বাবধানে রূপায়িত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং গ্রামীণ সৃজনশীল উদ্যোগকে শক্তিশালী করা। ২০১৩ সালে ৩০০০ হস্তশিল্পীদের নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ৫০০০০ হস্তশিল্পী ও লোকশিল্পীরা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রকল্পটি লোকশিল্পের ঐতিহ্যগত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ গড়ে তুলেছে, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে কয়েকশো মহিলা ও তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় নিয়ে এসেছে। ডিজিটাল মাধ্যমগুলির ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলেছে। তারা লোকশিল্প ও কারুশিল্পের প্রচারের জন্য সামাজিক মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রকল্পটি পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে শিল্পীদের উন্নয়ন, সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং আরও বিভিন্ন সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

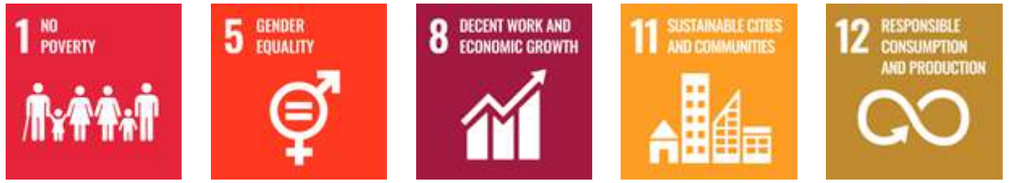

পটচিত্র

পট শব্দটা সংস্কৃত 'পট্ট' শব্দ থেকে এসেছে। পট শব্দের অর্থ কাপড়, চিত্র অর্থাৎ ছবি। পটচিত্রে একটি গল্পকে লম্বা কাগজের ওপর একেকটি ফ্রেমে আঁকা হয় এবং পটচিত্রটিকে গুটিয়ে রাখা হয়। এই গোটানো পট বা চিত্র খুলে ছবি দেখানো হয় এবং গল্পটা বলা হয় গানের মধ্যে দিয়ে। এই গানগুলোই হল পটের গান। পটচিত্র পরিচিত তার গাঢ় ও উজ্জ্বল রং ও রেখার জন্য। পটচিত্রের একটি খুব আকর্ষণীয় দিক হল এতে ব্যবহৃত হয় প্রাকৃতিক রং, যেগুলি ফুল, ফল ও পাতা থেকে সংগ্রহ করা হয়। রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য ও পুরাণের বিভিন্ন কাহিনি অবলম্বনে পটুয়ারা ছবি আঁকে ও গান রচনা করে। বর্তমানে ঐতিহাসিক ও সাম্প্রতিক (মহান ব্যক্তির জীবনী, পারমাণবিক যুদ্ধ) এবং সামাজিক নানা বিষয় (নারীর ক্ষমতায়ন, শিশুর অধিকার, স্বাস্থ্য, স্বাক্ষরতা) পটচিত্রে স্থান পেয়েছে।

পটুয়ারা মূলত হিন্দু, ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের বিভিন্ন চরিত্রকে পটচিত্রে উপস্থাপন করে। কিছু কিছু জড়ানো পটচিত্রে মহাকাব্যিক বিভিন্ন চরিত্র যেমন মনসা, বেহুলা এবং লখিন্দরকে আঁকা হয়, এছাড়াও রয়েছে সত্যপীর এবং যিশুখ্রিস্ট। অনেক পটের বিষয় আবার আদিবাসী মানুষদের জীবনযাত্রা, মাছের বিয়ে এবং বন্যপশুপাখির অসাধারণ সব কাহিনি তাদের ছবিতে ফুটে ওঠে।

পুরুলিয়ার পটচিত্রের ভঙ্গিমা খুব সহজ সরল, প্রেক্ষাপট ও অলংকরণ ন্যূনতম কিন্তু বিষয়বস্তু খুব পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ। এই পটচিত্র মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদের জড়ানো পটের থেকে কিছুটা আলাদা। পুরুলিয়ার পটচিত্র সাধারণ মানুষের ধর্মীয় আচার ও জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পুরুলিয়ার পটচিত্র মেদিনীপুরের পটচিত্রের মতো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কাছে ততটা পরিচিত নয়।

BENGAL PATACHITRA

দুর্গা
নয়া, পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

যমপালা
মাজড়ামুড়া, পুরুলিয়া

ঐতিহ্য

পটের এই কাহিনিগুলি (গাথা) ছিল পটুয়াদের পরিযায়ী জীবনের কথা, যারা অতীতে যাযাবর ছিলেন। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে পটচিত্রের উত্থানের পিছনে ছিল রাজাদের উৎসাহ। যদিও ঠিক কোন সময়ে পটচিত্রের উদ্ভব হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে বিভিন্ন মৌখিক সূত্রে জানা যায় যে দশম থেকে একাদশ শতাব্দীতে পটচিত্র বাংলায় এসেছে। এই ঐতিহ্যবাহী পটের কাহিনিগুলি এতদিন মুখে মুখেই প্রজন্মের পর প্রজন্মে হয়েছে। প্রায় তিনশো বছর আগে রাজা বলরাম সেন এই পটচিত্রের উন্নতিতে সাহায্য করেছিলেন, এরকম দাবিও রয়েছে।

কমলেকামিনী
দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

অঙ্কনশৈলী

বাংলার জড়ানো পটচিত্রের অঙ্কনশৈলী ও বর্ণনার রীতি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ঘরানা থেকে এসেছে। আমরা মূলত দুটো ঘরানার আভাষ পাচ্ছি, বেঙ্গল স্কুল ঘরানা ও সাঁওতালি অঙ্কনরীতি। বেঙ্গল স্কুলের ভাবনায় তৈরি হয়েছিল মেদিনীপুর-তমলুক-কালীঘাট-ত্রিবেণী সামাজিক ঘরানা। বীরভূম ঘরানার মধ্যে ছিল বীরভূম-কান্দি-কাটোয়া। সাঁওতালি অঙ্কনরীতির মধ্যে পড়ে আদিবাসী বা সাঁওতালি পটচিত্র, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় এই রীতির চর্চা হত।

বাম দিক - কৃষ্ণলীলা
নয়া, পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

ডান দিক - সাঁওতাল জীবন
মাজড়ামুড়া, পুরুলিয়া

মহাভারত
১৫ ফুট পটচিত্রের অংশ
দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

পটচিত্রের মেদিনীপুর শৈলী

মেদিনীপুরের পটচিত্রের কাহিনিগুলি ধর্মীয় বা ধর্মনিরপেক্ষ দুটোই হতে পারে। এই ছবিগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা বা জনপ্রিয় পুরাণকথার সচিত্র বর্ণনা। আজকের সময়ে মেদিনীপুরের পটচিত্র হয়ে উঠেছে সমন্বয়মূলক ঐতিহ্যের এক চিরায়ত প্রতীক। মুসলমান পটুয়ারা নানা বিষয় নিয়ে ছবি আঁকেন, তাদের নান্দনিক উৎকর্ষ, জাত, ধর্মের সংকীর্ণ ব্যবধান মুছে দেয়। পটচিত্রে জায়গা পেয়েছে স্থানীয় লোককথার চিরায়ত ঐতিহ্য। তারা আঁকেন মাছের বিয়ের ছবি, স্থানীয় এই লোককথায় শক্তিমানরা কীভাবে শক্তিহীনদের দমিয়ে রাখে তা দেখানো হয়েছে।

দাতা কর্ণ
নয়া, পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

মাছের বিয়ে
নয়া, পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

মেদিনীপুরের পটচিত্রে ফুটে উঠেছে মঙ্গলকাব্যের গল্পগুলির চিরায়ত রূপ। মনসামঙ্গল পট — এই পটচিত্রগুলি মনসামঙ্গলের কাহিনিতে বর্ণিত হিন্দুদের সর্পদেবী মনসার মহিমার সচিত্র বর্ণনা। কাহিনির প্রধান চরিত্র শিবভক্ত চাঁদ সদাগর দেবী মনসার পুজো করতে অস্বীকার করেন। এতে দেবী ক্ষুব্ধ হন। দেবীর রোষে চাঁদ সদাগরের সাত ছেলে সমুদ্রে জাহাজডুবি হয়ে মারা যায় এবং কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষিন্দর বিয়ের রাতে বিষধর সাপের ছোবলে প্রাণ হারায়। স্ত্রী বেহুলা দেবীকে খুশি করে তার স্বামী সহ বাকি ভাইদের প্রাণ ফিরিয়ে আনেন। এই পটচিত্রে মনসার উপাসনার পাশাপাশি লোক বিশ্বাস এবং পটুয়াদের আচার অনুষ্ঠানগুলিও ফুটে উঠেছে।

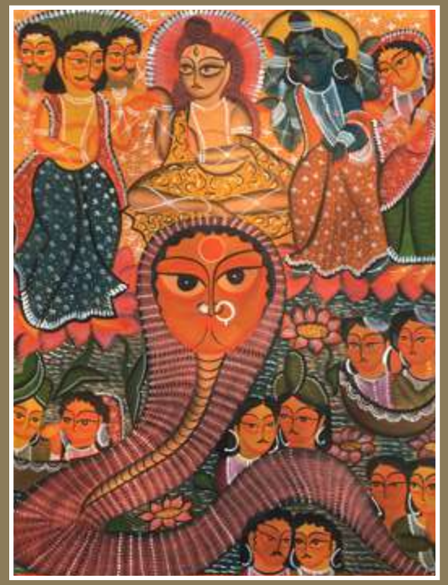

মনসামঙ্গল
নয়া, পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

পটচিত্র শুধুমাত্র বিনোদন হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না, তা একটা লোকশিক্ষার মাধ্যমও। মুসলমান শাসকরা দ্রুত বুঝতে পারলেন গণশিক্ষার এই মাধ্যমটিকে ইসলাম প্রচারের একটা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যায়। মুসলমান পীর (ধর্ম প্রচারক) ও অন্যান্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের জীবন ও অলৌকিক ক্ষমতার মাহাত্ম্য নিয়ে 'গাজির পট' নামে প্রচুর সংখ্যক পটের অস্তিত্বের থেকে এটা অনুমান করা যেতে পারে।

গাজি পীর
দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

গল্পের বিষয়গুলিতে পৌরাণিক কাহিনির আলোকে সমসাময়িক ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সময় এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুরের পটচিত্র শিল্পীরা জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য নানা সামাজিক বিষয় নিয়ে পট আঁকতে শুরু করেছেন। কোভিড সময়ে সচেতন থাকা, সুনামি বিপর্যয়ে মানুষ ও এলাকা ধ্বংস হওয়া, ৯/১১'র সন্ত্রাসবাদী হামলা ও তার প্রভাব নির্ভয়া ধর্ষণের মতো পটগুলি মানুষের মধ্যে অশুভ প্রবণতার দিকগুলিকে তুলে ধরে দেখিয়ে দেয় লালসা কীভাবে হয়ে উঠেছে ধ্বংসের উৎস স্থল। এছাড়াও সমসাময়িক বিষয় হিসেবে পটে এসেছে নীল বিদ্রোহ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, বাংলা ভাগ, গুজরাটের ভূমিকম্প, ক্ষুদিরাম ও বাঘাযতীনের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছেন পটচিত্রের জনপ্রিয় চরিত্র।

পাশের পাতার ছবিগুলি বাঁদিক থেকে ডানদিকে

সুনামি
নয়া, পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

৯/১১
নয়া, পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

পালস পোলিও প্রচার
নয়া, পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

এডস সচেতনতা প্রচার
নয়া, পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

কন্যাভ্রূণ হত্যা
নয়া, পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

বাল্যবিবাহ
নয়া, পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

বীরভূমের পটচিত্র শৈলী

মহাকাব্য, কিংবদন্তি এবং শ্রুতির পাশাপাশি রোজকার জীবন থেকে উঠে আসা গল্পে সমৃদ্ধ হয়েছে বীরভূমের পটচিত্র। বীরভূম এবং মেদিনীপুরের ধারার মূল তফাৎ হল, বিষয় এবং রঙের ব্যবহার। মেদিনীপুর ধারায় মঙ্গলকাব্যের কাহিনি বেশি, বীরভূম ধারার পটচিত্রের প্রধান বিষয় হল, চৈতন্যদেবের কাহিনিও তাঁর ভক্তি আন্দোলন। এছাড়াও রঙের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বীরভূম ধারায় একটা লালচে পটভূমি ব্যবহার করা হয়, যা হয়ে উঠেছে তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মানুষের পুষ্টি ও সুরক্ষায় গোরুর উপকারিতা এই পটের একটা জনপ্রিয় বিষয়, গোপালনের একটা সচিত্র বর্ণনা পাওয়া যায় এই পটগুলিতে। গল্পগুলি দেখায় গোরুকে যারা অসন্মান করে তাদের দুর্ভাগ্য এবং প্রাণীটির সুরক্ষাদাতাদের তার দয়া পাওয়ার কথা।

চৈতন্যলীলা
ইটাগরিয়া বীরভূম

গাজি পীর
সাতপালসা, বীরভূম

সিন্ধু বধ
সাতপালসা, বীরভূম

গোপালন
সাতপালসা, বীরভূম

পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার সাঁওতাল পটচিত্র

পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার পটচিত্রের ঐতিহ্য তার সহজ গড়ন ও শৈলী, বাহুল্যবর্জিত পটভূমি এবং বিষয়গত বৈশিষ্ট্যের সূত্রে পরিচিত। এগুলি মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদের পটচিত্রের থেকে একেবারেই আলাদা। সাঁওতাল পটচিত্রগুলি মূলত উপজাতিদের জীবনের সঙ্গে জড়িত একটি আচারমূলক কাজ। বাইরের পৃথিবীতে মেদিনীপুরের তুলনায় সাঁওতাল পটচিত্রের পরিচিতি কম। শিল্পীরা স্থানীয় পাথর থেকে পাওয়া জৈব রং ব্যবহার করেন। সরল, জোরালো রেখায় খুব কম রং ব্যবহার করে সেগুলি আঁকা হয়। একটা ফ্রেমে দু-তিনটির বেশি রং ব্যবহার করা হয় না। তবুও শুধুই তাদের নান্দনিক উৎকর্ষের জন্যই পটগুলি দেখতে ভালো লাগে।

যমপালা
ভরতপুর, বাঁকুড়া

বেশিরভাগ পটই শুরু হয় জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা, ব্রহ্মা এবং অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর ছবি দিয়ে। পটুয়ারা সাঁওতালদের জন্মের উৎস থেকে শুরু করে মদনমোহন লীলা, কৃষ্ণলীলা এবং রাসলীলার কাহিনিগুলি আঁকেন।

সাঁওতাল পটচিত্রের অন্যতম জনপ্রিয় বিষয় হল পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টির কাহিনি। সাঁওতালরা মারাংবুরু (শিবের স্থানীয় নাম) এবং দুর্গাকে বিশ্বের স্রষ্টা হিসেবে দেখেন। তারা বিশ্বাস করেন পৃথিবীতে জল এসেছে দেবী দুর্গার চুলের গোছার থেকে পড়া জল এবং মারাংবুরুর একফোঁটা রক্তে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী। সাঁওতাল পটচিত্রে এই বিশ্বাসের চমৎকার বর্ণনা রয়েছে। সাঁওতাল পটচিত্রে দেখা যায় বিশ্বের প্রথম মানব-মানবী পিলচু বুড়ি এবং পিলচু হারাম-এর ছবি। সাঁওতাল পটচিত্রের আরেকটি জনপ্রিয় কাহিনি হল যমপালা, যাতে ফুটে উঠেছে নরক সম্পর্কে সাঁওতালদের বিশ্বাস। কর্মফলে বিশ্বাস থেকে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এই বিশ্বাস বলে, মানুষ জীবদ্দশায় খারাপ কাজ করলে নরকে তার পরিণাম ভোগ করে। এই চিত্রকলায় মৃত্যুর দেবতা যম মানুষকে কীভাবে শাস্তি দিচ্ছেন তার ছবি ফুটে ওঠে। খারাপ কাজের শাস্তি পাওয়ার ছবির মাধ্যমে মানুষকে জীবদ্দশায় ভালো এবং দয়ালু থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এই পটে।

সাঁওতাল জন্ম
ভরতপুর, বাঁকুড়া

যমপালা
ভরতপুর, বাঁকুড়া

কালীঘাট শৈলী

পটচিত্রের বাংলাধারার প্রভাব কালীঘাটের পটচিত্রেও পাওয়া যায়। মূলত উনিশ শতকের কলকাতায় শুরু হওয়া শহুরে এই শৈলীতে মিশেছে নানা গ্রামীণ প্রভাব শহুরে উচ্চশ্রেণীর বঙ্গসংস্কৃতিকে বিদ্রূপ করা, নগর জীবনের বিশ্লেষণ করার জন্য লৌকিক বাকধারা ও পৌরাণিক ঘটনার ব্যবহার এর বৈশিষ্ট্য। কালীঘাটের পটগুলি চৌকো কিংবা আয়তক্ষেত্রের মতো। এই ঐতিহ্য এখন কালীঘাটে বজায় না থাকলেও মেদিনীপুরের পটুয়ারা এই শৈলীর পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন। তারা এখন এই শৈলী ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছেন।

কালীঘাট শৈলী পটচিত্র
নয়া, পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

পদ্ধতি

মেদিনীপুরের পটচিত্রে বেশ কয়েকটি ধাপ রয়েছে যেগুলি শিল্পীরা যথেষ্ট আবেগ এবং যত্নের সঙ্গে সম্পন্ন করেন। এরা প্রেক্ষাপটকে প্রথমে উপযুক্ত রং দিয়ে ভরাট করে এবং তারপর সরাসরি তুলি চালিয়ে আকারগুলিকে মূর্ত করে তোলে। অলংকরণের সূক্ষ্ম দিকগুলি এবং নকশা ফুটিয়ে তোলার কাজটি ছবি আঁকার একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে করা হয়। ছবি আঁকার পর, পুনর্ব্যবহারযোগ্য নরম কোনো কাপড়কে ওই ছবির পিছনে একটি স্তর হিসেবে আঠা দিয়ে লাগানো হয়, যাতে জড়ানো পটচিত্রের কাগজটি শক্তপোক্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। তারপর রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়।

সাঁওতাল পটের বৈশিষ্ট্য হল সারল্য। এই পটের প্রেক্ষাপটে ন্যূনতম অলংকরণ এবং রঙের ব্যবহার দেখা যায়। সরু কালো সীমারেখার মধ্যে মূল পটটিকে আঁকার পর রং দিয়ে ভরাট করা হয়। চরিত্রগুলির অঙ্কনরীতি অভিনব। মুখগুলিকে পাশ থেকে দেখানো হয়, এমনকি যেখানে মুখ সামনের দিকে রয়েছে সেখানেও পাশ থেকে দেখানো হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ সম্মুখ অবয়বও দেখা যায়। পটগুলিকে সাধারণ রাখা এবং সহজ ও সরল রাখার একটা প্রচেষ্টা সবসময়ই কাজ করে।

ছবি আঁকার পর, পুনর্ব্যবহারযোগ্য নরম কোনো কাপড়কে ওই ছবির পিছনে একটি স্তর হিসেবে আঠা দিয়ে লাগানো হয়, যাতে জড়ানো পটচিত্রের কাগজটি শক্তপোক্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। তারপর রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়।

রং তৈরি

পটচিত্র আঁকার জন্য তুলি, কাগজ, কাপড় ও রং মৌলিক উপাদান বা কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রংগুলো সবই প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাওয়া যায়, যেমন ফুল, কাঁচা হলুদ এবং কয়লা, এগুলো থেকে রং বের করে বেলের আঠা মিশিয়ে নেওয়া হয়।

লাল - জাফরান/লটকন - লাল রং তৈরি করতে লটকন ফলের বীজ ব্যবহার করা হয়। শুকনো ফলের শুঁটি থেকে বীজগুলি বের করে নেওয়া হয় এবং হাতে ঘষে ঘষে রং বের করা হয়।

হলুদ - কাঁচা হলুদ - কাঁচা হলুদ পটুয়ারা হলুদ রং তৈরি করতে ব্যবহার করে। কাঁচা হলুদের ছোটো ছোটো টুকরোকে হামান দিস্তার মতো একটি পাথরের টুকরো দিয়ে থেঁতো করে রং বের করা হয়।

সবুজ – কুঁদরি – কুঁদরি গাছের পাতা সবুজ রং তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। পাতাগুলি থেকে হামান দিস্তার মতো একটি পাথরের টুকরো দিয়ে থেঁতো করে রং বের করা হয়।

নীল – অপরাজিতা – অপরাজিতা ফুলের পাপড়ি দিয়ে নীল রং তৈরি করা হয়। রং বের করার জন্য পাপড়িগুলিকে গুঁড়ো করা হয় বা সরাসরি কাগজে ঘষে দেওয়া হয়।

কালো – ভুষোকালি – আগে পটুয়ারা ঝুল থেকে, তেলের বাতির বা রান্নার কাঠের আগুনের জমাট ধোঁয়া থেকে, ধানের শিষ বা বাঁশ পুড়িয়ে কালো রং তৈরি করত। এখন তারা লরির নিকাশী পাইপ থেকে, একটি লাঠি দিয়ে জমাট ধোঁয়ার কালি সংগ্রহ করে। সংগৃহীত কালি থেকে পরে আঙুল দিয়ে চিপে চিপে রং তৈরি করে।

আদিবাসী পটচিত্র শিল্পীরা রঙের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবসময়ই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। কখনও অনেকগুলো রঙের ব্যবহার অথবা দু-তিনটে রঙের মধ্যেই আঁকেন। শিল্পীরা প্রাকৃতিক ভেষজ ও জৈব রং ব্যবহার করেন কিন্তু আবার কেউ কেউ বাজারের কেনা কৃত্রিম রংও ব্যবহার করেন।

রঙের উৎসগুলো এখানে দেওয়া হল :

গেরু পাথর (স্থানীয় নাম) : গেরুয়া বা ভারতীয় লাল রং

হলুদ পাথর : হলুদ (ইয়েলো অকার)

খড়িমাটি : সাদা

ভুষোকালি : কালো

কমলা পাথর : কমলা

সিমপাতা : সবুজ

পুঁই মেটুলি : লালাভ (পার্পল)

বটের কুড়ি : গোলাপী

ফণিমনসার ফুল : লাল

ডেলা নীল : নীল

পলাশ ফুল : হলুদ

বৈচিত্র্য

নতুন গল্প

ছবিতে নতুন বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা, স্থাপত্যের ছবি আঁকা, বৈচিত্র্যময় শিল্পদ্রব্য তৈরি এবং পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের সঙ্গে আদান প্রদানের মাধ্যমে পটচিত্র শিল্পীরা তাদের দক্ষতা অনেক বাড়িয়ে তুলেছেন। পরম্পরাগত কাজের ছক থেকে বেরিয়ে আজকের সময়ে লোকশিল্প পটচিত্র নতুন প্রকাশভঙ্গিমা খুঁজে নিয়েছে। বিমানবন্দর, আর্ট গ্যালারিতে এবং আরও অনেক জায়গায় স্থান পেয়েছে পটচিত্র। পটচিত্র এখন বইয়ের অলংকরণ এবং গ্রাফিক নভেল, স্টপ মোশন অ্যানিমেশন এবং বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যাকড্রপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

করোনা ভাইরাস
নয়া, পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

পটচিত্র ক্রমশ উন্নত হয়ে উঠেছে এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা বিষয়ের ছবি ও গল্প হিসেবে মানবজীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে। নতুন বিষয়, নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঐতিহ্যটিকে জীবন্ত করে তুলেছে। সেখানে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ঘটনাগুলির প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। কোভিডকালে এই শিল্প এবং শিল্পীদের ভূমিকা মানুষের জীবনের মূল কেন্দ্রকে স্পর্শ করতে পেরেছে। স্বর্ণ চিত্রকর তার আঁকা সাতটি পটচিত্রের ফ্রেমে এই মহামারীর ভয়াবহতা তুলে ধরেছিলেন, এঁকেছিলেন ভাইরাস, ভাইরাস আক্রান্ত রোগী ও স্বাস্থ্যকর্মীর ছবি। তিনি এমনও ছবি এঁকেছিলেন যেখানে দেখানো হয়েছে মানুষ কীভাবে ঘরবন্দি, তারা বাইরে যায় মুখোশ পরে। স্বর্ণ চিত্রকর তার পটচিত্রের ছবি দেখিয়ে গান গেয়েছিলেন এবং প্রতিটি চরিত্রকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন। ইউক্রেনের যুদ্ধ, ৯/১১ বিমান হানার মতো ঘটনাও শিল্পীদের ভাবিয়ে তুলেছিল এবং তাদের শিল্পকর্মে তার প্রকাশ ঘটেছে। শিল্পীরা পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা এবং গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা নিয়েও কাহিনি তৈরি করেছেন। পটে তারা তুলে ধরেছেন, গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়, জল সংরক্ষণ কতটা জরুরি এবং সমগ্র বাস্তুতন্ত্রকে কীভাবে রক্ষা করতে হবে। বৃক্ষ সংরক্ষণ এবং আরও বেশি করে গাছ লাগানোর আবেদনই গল্পটির সারবস্তু।

ইউক্রেন যুদ্ধ
নয়া, পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

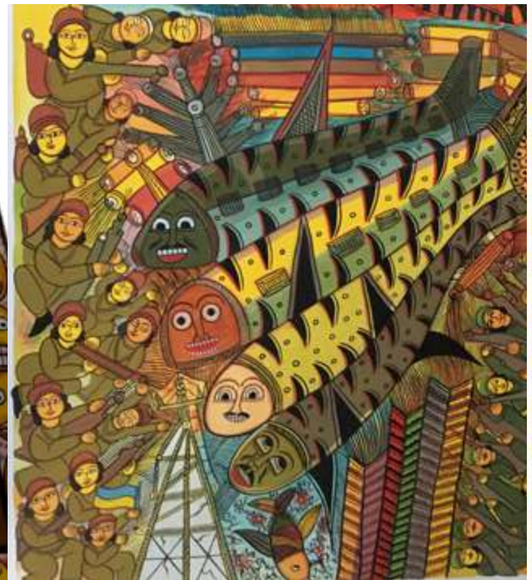

পরিবেশ সচেতনতা
নয়া, পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

পণ্য বৈচিত্র্য
কর্পোরেট উপহারে পট

ঘর সাজানোর বিভিন্ন সামগ্রীর ওপর পট এঁকে পটুয়ারা এখন বানাচ্ছেন নানা ধরনের কর্পোরেট উপহার। ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি কীভাবে আধুনিক জীবনধারার সঙ্গে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে যায়, তা এই সৃজনশীল কাজগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। সুস্থায়ীত্বের নীতির সঙ্গে মিলিয়ে পটচিত্র আঁকা কর্পোরেট উপহারগুলি হয়ে উঠেছে অন্দরসজ্জার ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও মনে রাখার মতো আতিথেয়তার এক আদর্শ উদাহরণ।

দেওয়াল চিত্র

পটচিত্রগুলি একইসঙ্গে আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী যার মধ্যে ধরা আছে আবেগের শক্তিশালী প্রকাশ, উৎসবের উচ্ছাস, রেখার স্বাধীনতা ও মহাজাগতিক ব্যাপ্তি। তা এখন প্রদর্শিত হচ্ছে হোটেল বা বিমানবন্দরের দেওয়ালে। শিল্প সংগ্রাহকরা এই আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে গৃহসজ্জায় ব্যবহার করছেন এই চমৎকার শিল্পকর্মকে। ইন্টেরিয়র ডিজাইনাররা আরও বেশি করে এই ঐতিহ্যময় শিল্পকর্মকে ব্যবহার করছেন। কখনও প্রবেশপথে, কখনও দেওয়ালে বা ছাদে ব্যবহার করা হচ্ছে পটচিত্র। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের সীমানার দেওয়ালে পটচিত্র আঁকানোর ব্যবস্থা করছেন। দেওয়াল চিত্র বা গ্রাফিত্তি হিসেবে পটচিত্রের ব্যবহার এখন খুবই প্রচলিত। এখন গ্যালারি বা সংগ্রহশালাগুলো প্রচলিত বাণিজ্যিক সম্পর্কের বাইরে গিয়ে, হস্তশিল্পী ও ক্রেতাদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছে। হস্তশিল্পের গুরুত্ব ও ঐতিহ্য বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলছে শিল্পী, ডিজাইনার, গ্যালারির পরিচালক ও ক্রেতাদের মধ্যে।

গ্রাফিক নভেল ও অ্যানিমেশন

গ্রাফিক নভেলে ছবি আঁকার একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে যা আসলে ছবিতে বলা গল্প। কখনও ছাপানো এবং কখনও বা মুখে বলা শব্দ এর সঙ্গে যুক্ত হয়। পটচিত্রকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে গ্রাফিক নভেল, বইয়ের অলংকরণ, স্টপ মোশন অ্যানিমেশন এবং সিনেমায়। 'তারা বুকস' দুটি গ্রাফিক নভেলে পটচিত্র শিল্পীদের দিয়ে অলংকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। একটি হল 'সীতার রামায়ণ', অলংকরণ ময়না চিত্রকর এবং লিখেছেন সংহিতা অরণি। অন্যটি হল 'আই সি দ্য প্রমিসড ল্যান্ড', অলংকরণ মনু চিত্রকর এবং মার্টিন লুথার কিং-এর জীবনী অবলম্বনে লিখেছেন আমেরিকান লেখক-কবি আর্থার ফ্লাওয়ার্স। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রাফিক গল্পের বইয়ের তালিকায় রয়েছে 'দ্য পটুয়া পিনোচ্চিও', 'সাবিত্রীবাঈ--জার্নি অফ এ ট্রেইলব্লেজার'। ড্যানিশ প্রোডাকশন হাউস পার্লেফিল্ম পিংলা গ্রামের মনিমালা চিত্রকর ও সোনিয়া চিত্রকরকে সঙ্গে নিয়ে হান্স আন্ডারসন-এর 'দ্য এম্পেয়ারস নিউ ক্লথস' গল্প অবলম্বনে হুগলি হেরিটেজ প্রকল্পে একটি স্টপ মোশন অ্যানিমেশন তৈরি করেছে। এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে, স্বর্ণ চিত্রকর ৮ ফুট লম্বা একটি জড়ানো পটচিত্র এঁকেছিলেন, সেখানে আঁকা ছিল হুগলি অঞ্চলে ইউরোপীয়রা একদা যেসব জায়গায় বসতি স্থাপন করেছিলেন সেই জায়গাগুলির ছবি।

স্থাপনা/উপস্থাপনা

পটচিত্রের লোকঐতিহ্য ইনস্টলেশন আর্ট-এ খুবই কার্যকরীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কলকাতার দুর্গাপুজো সবসময়ই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম যেখানে শিল্পী ও কারিগরদের ঐতিহ্যবাহী দক্ষতাকে প্রদর্শিত করা হয়। অনেক দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল পটচিত্র দিয়ে সেজে ওঠে। এই শিল্পকে চমৎকারভাবে কাজে লাগানো হয়েছে গৌড়ীয় মিশন মিউজিয়াম-এ গড়ে ওঠা একটি ইনস্টলেশনে, যেখানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনীর একটি অংশ ঝাড়খণ্ড লীলাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

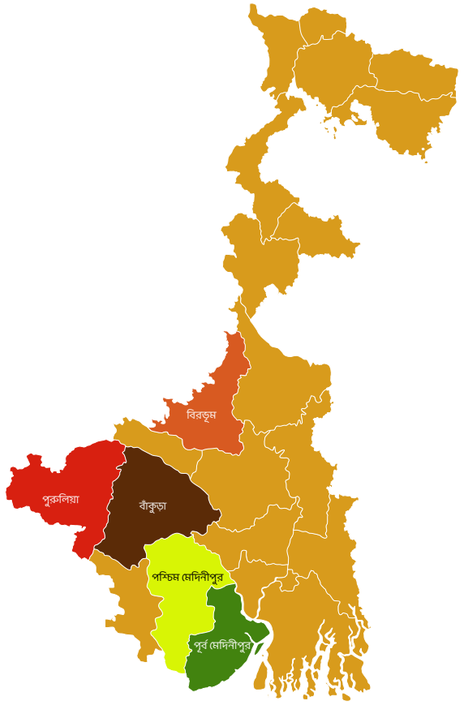

পটচিত্রের কেন্দ্রগুলো

নয়া, পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর : পিংলার নয়া গ্রামটি সবচেয়ে জনপ্রিয় জায়গা পটচিত্রের অঞ্চল বা কেন্দ্র হিসেবে যেখানে ২৫০ জনের বেশি পটুয়া আছে। বেশ কিছু বছর ধরে পটচিত্রের এই গ্রামটি সাংস্কৃতিক পর্যটনের একটা জায়গা হয়ে উঠেছে। এখানে গান ও ছবি আঁকার চমৎকার মেলবন্ধন আছে যে কারণে নয়াতে যারা আসেন তাদের জায়গাটি ভালো লাগে। পট এঁকে মেয়েরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে এটা অনেককে অনুপ্রাণিত করে। রং ও তুলির ছোঁয়া জাতীয় পুরস্কার এনে দিয়েছে আনোয়ার চিত্রকরকে, পর্যটকরা পটের গান শোনেন, বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে আঁকা ছবি দেখেন, বাহাদুর চিত্রকরের সংগ্রহশালা দেখা ছাড়াও গোটা গ্রামটি জীবন্ত সংগ্রহশালা হয়ে উঠেছে যা সারা বিশ্বের দর্শকদের আকর্ষিত করে। 'চিত্রতরু' নামে শিল্পীদের নিজস্ব একটি সোসাইটিও আছে। এই শিল্পকে উদযাপন করার জন্য গ্রামে একটি বার্ষিক উৎসবও হয়। এখানে কমিউনিটি মিউজিয়াম সম্বলিত একটি লোকশিল্প কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

চণ্ডীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর : হবিচক আর নানকারচক এই দুটি গ্রামই পটচিত্রের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। ২০০-রও বেশি পটুয়া এখানে বাস করে। এখানকার পটুয়া শিল্পীদের নিজেদের সোসাইটি আছে, নাম 'হবিচক-নানকারচক লোকশিল্প পটুয়া সমিতি', যারা নিজেরাই বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করে। হবিচক-এ একটি লোকশিল্প কেন্দ্রও রয়েছে।

ইটাগড়িয়া ও চাঁদপাড়া, বীরভূম : বীরভূমের অঙ্কনরীতির পট পাওয়া যায় ইটাগড়িয়া, চাঁদপাড়া ও সাতপলসা গ্রামে। অনেক শিল্পীই নিজেদের নামে পরিচিত কিন্তু এই অঞ্চলগুলিকে পটের কেন্দ্র হিসেবে খুব কম মানুষই চেনেন। জামির বেদিয়া একজন খুব নামকরা শিল্পী। থাকেন ইটাগড়িয়াতে। এছাড়া বাবু পটুয়া, ফুলচাঁদ পটুয়া চাঁদপাড়ার খুব পরিচিত শিল্পী। সাতপলসার অরুণ পটুয়াও খুব নামকরা একজন পটচিত্র শিল্পী।

ভরতপুর ও লোহাডিহি, বাঁকুড়া : শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়েই ভরতপুর গ্রাম, ফলে এই এলাকা একটি সাংস্কৃতিক পর্যটনের জায়গা হিসেবে পরিচিতি পেতে পারে। মানুষের কাছে এখনও পটচিত্রের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত না হলেও, ভগবত চিত্রকর, অনিল পটুয়ার মতো শিল্পীরা খুবই গুণী। হীরাবাঁধ ব্লকের লোহাডিহি পটচিত্র শিল্পীদের খুবই ছোটো একটি বসতি। দীপক চিত্রকর, রাজীব চিত্রকর এই এলাকার খুবই পরিচিত শিল্পী।

মাজরামুড়া, পুরুলিয়া : পুরুলিয়া জেলার মাজরামুড়ার পটুয়ারা আদিবাসী ঘরানার চিত্রকর। বাউল চিত্রকর, বিজয় চিত্রকর, শক্তিকাপুর চিত্রকর এরকম বেশ কয়েকজন গুণী শিল্পী এখানে আছেন।

গ্রামীণ মেলা

পিংলার শিল্পীরা ২০১০ থেকে নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের শেষে তাদের তিনদিনব্যাপী বার্ষিক উৎসব "পটমায়া"র আয়োজন করে আসছেন। সেসময় গ্রামের বাড়িগুলি হয়ে ওঠে আর্ট গ্যালারি। পটে বলা কাহিনিগুলি জানতে চেয়ে অতিথিরা কথা বলেন শিল্পীদের সঙ্গে। শেখেন প্রাকৃতিক রং বানানোর কৌশল এবং তাদের কাছ থেকে কেনেন কিছু বিস্ময়কর শিল্পকলা।

পিংলার শিল্পীরা ২০১০ থেকে নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের শেষে তাদের তিনদিনব্যাপী বার্ষিক উৎসব "পটমায়া"র আয়োজন করে আসছেন। সেসময় গ্রামের বাড়িগুলি সেজে ওঠে নানা ধরণের পটে। পটে বলা কাহিনীগুলি জানতে চেয়ে অতিথিরা কথা বলেন শিল্পীদের সঙ্গে। শেখেন প্রাকৃতিক রং বানানোর কৌশল এবং তাদের কাছ থেকে কেনেন কিছু বিস্ময়কর শিল্পকলা।

লোকশিল্প কেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের পরিকাঠামোগত সহায়তায় পিংলার নয়াতে গড়ে উঠেছে স্থানীয় পটচিত্র শিল্পীদের আঁকা পটের একটি কমিউনিটি মিউজিয়াম। স্থানীয় শিল্পীরাই এটা পরিচালনা করেন। অতিথিদের কাছে শিল্পীরা এই ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের উৎস, প্রক্রিয়া, পটের বিভিন্ন বিষয় এবং আঙ্গিক সম্পর্কে জানান।

পটচিত্র শিল্পী

নয়া, পিংলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

স্বর্ণ চিত্রকর	9732799107
মনোরঞ্জন চিত্রকর	9732731776
আনোয়ার চিত্রকর	9733700769
মন্টু চিত্রকর	9123366239
জবা চিত্রকর	8509477383
অমিত চিত্রকর	8653979658
চন্দন চিত্রকর	9933461787
পুতুল চিত্রকর	6297264990
রহমান চিত্রকর	6294138130
রহিম চিত্রকর	9932851321
বাহাদুর চিত্রকর	9734536388
মধু চিত্রকর	6294064901
উত্তম চিত্রকর	9734666097
সোনালী চিত্রকর	6294752199
মামনি চিত্রকর	9932170077
রূপসোনা চিত্রকর	8159931429
সোনিয়া চিত্রকর	7585802223
মনিমালা চিত্রকর	9800009556
সেরামুদ্দিন চিত্রকর	9679480125
জহুরান চিত্রকর	9800990887
রহিম (ছোটো) চিত্রকর	9932356176
বাপি চিত্রকর	7584891739
টগর চিত্রকর	9547735754
মৌসুমী চিত্রকর	6295923785
লায়লা চিত্রকর	7557883033
সানোয়ার চিত্রকর	9800314398
সন্ধ্যা চিত্রকর	6296546532
সুমন চিত্রকর	9635965120
শাহাজাহান চিত্রকর	9093406772

দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

ময়না চিত্রকর	9564211033
জয়দেব চিত্রকর	9732510500
ভাটু চিত্রকর	8967423527
জরিনা চিত্রকর	7478776155
রাবিয়া চিত্রকর	7427969142
সবেজান চিত্রকর	9735450297
সোনা চিত্রকর	7479296680
সোহন চিত্রকর	9144170558

নারাজল, পশ্চিম মেদিনীপুর

হারু চিত্রকর	7699942322
রাজু চিত্রকর	9932166831
সায়রা চিত্রকর	8116377989
টিয়া চিত্রকর	9800653577
পম্পা চিত্রকর	6294575270
আনন্দ চিত্রকর	9903286474
আয়েশা চিত্রকর	8101311811
আলিমুদ্দিন চিত্রকর	9734545575
টুম্পা চিত্রকর	9635358782
হাকিম চিত্রকর	8116814193

www.rcchbengal.com
www.bengalpatachitra.com

চন্ডীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর

শুভ চিত্রকর	9732612975
নুরুদ্দিন চিত্রকর	9732742028
ফজলু চিত্রকর	8768270837
ফুলজান চিত্রকর	9932698700
বাবলু পটিদার	9775536559
জাহাদালী শা	9647003182
নুরুল ইসলাম	9800613067
গোলাপ চিত্রকর	9735747547
আবেদ চিত্রকর	9733601383
সায়েরা (খাতুন) চিত্রকর	9733601383
তোরাপ চিত্রকর	9775074169
কল্পনা চিত্রকর	9733647843
ফরিদ চাপড়ি	9775851865
মুকবুল চিত্রকর	7384658656

ইটাগড়িয়া, বীরভূম

জামির পটুয়া	7407263219
মুক্তার পটুয়া	9593301040
লালু পটুয়া	9593301040
সালেমা পটুয়া	9564640068
মিলন পটুয়া	8926859525
মনসুর পটুয়া	8927819951
রিপন পটুয়া	9733191411
চায়না পটুয়া	7407975204

বনটা, বীরভূম

রিন্টু পটুয়া	8145936626
রবি পটুয়া	9733615466
কদম পটুয়া	9641381176

চাঁদপাড়া, বীরভূম

বাবু পটুয়া	7864911870
সাবু পটুয়া	8250274664
মুক্তার পটুয়া	8972008814
ফুলচাঁদ পটুয়া	9735725716
অলোক পটুয়া	9647471870
বকুল পটুয়া	8972936621
ঝুমা খাতুন	9734062417

সাতপলসা, বীরভূম

অরুন পটুয়া	9564619320
বরুন পটুয়া	9800909640

মাজরামুড়া, পুরুলিয়া

বাউল চিত্রকর	7864079673
শক্তিকাপুর চিত্রকর	7602108634
হেনাধন চিত্রকর	6294567459
ক্ষ্যামানন্দ চিত্রকর	7863960028
মানিক চিত্রকর	816 7534213
রবি চিত্রকর	9609277363
দ্বিজলাল চিত্রকর	9002547405
বিজয় চিত্রকর	7584940217
মনবোধ চিত্রকর	9883878793
গৌতম চিত্রকর	8927795836

লোহাডিহি, বাঁকুড়া

অশোক চিত্রকর	78768459712
মদন চিত্রকর	7810950705
দিলীপ চিত্রকর	9609027113
অতুল চিত্রকর	6294945322
ঝড়ু চিত্রকর	7001446509
পারুল চিত্রকর	9641532143
ত্রিলোচন চিত্রকর	8317861658
শিশির চিত্রকর	8389806768

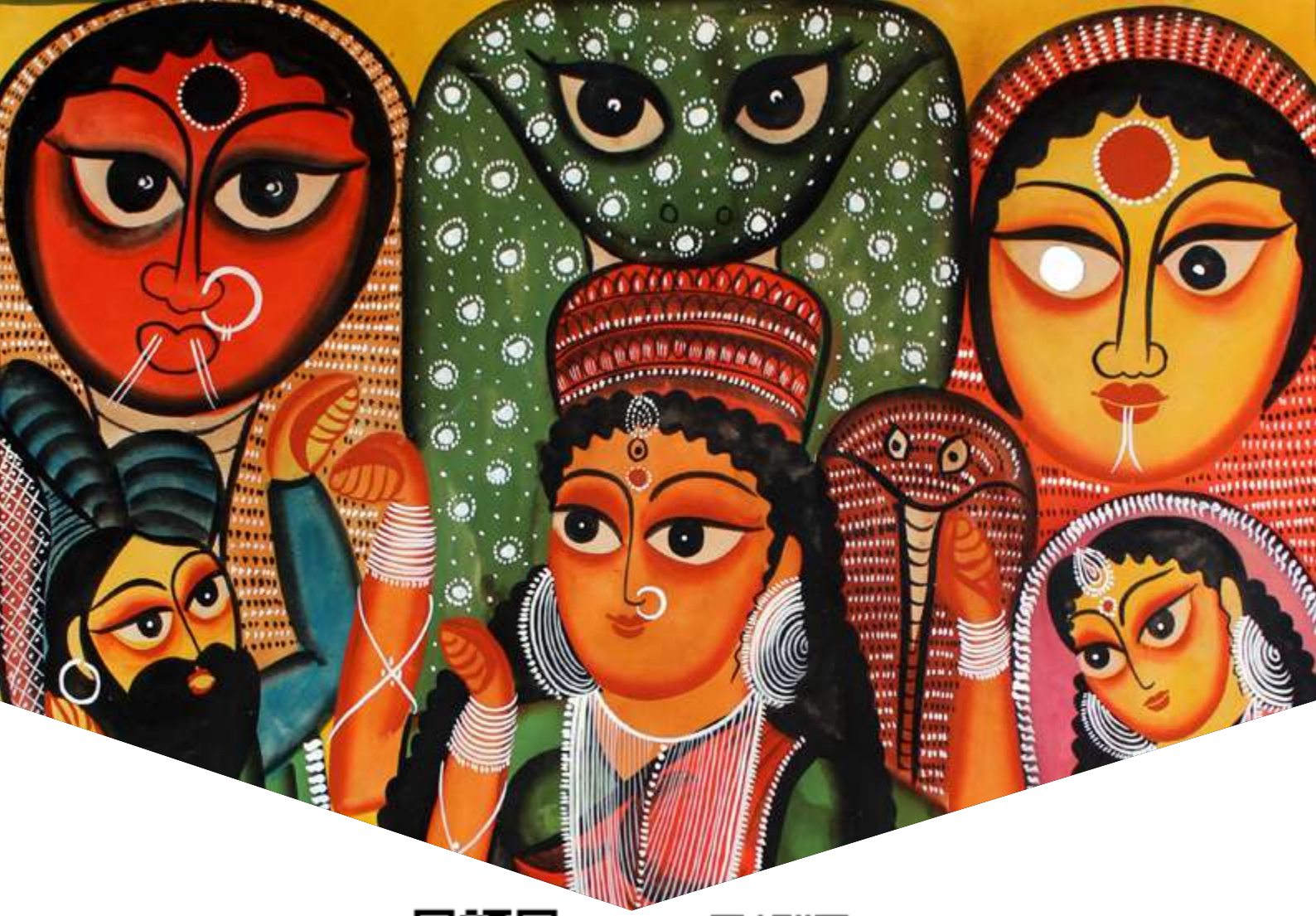

www.rcchbengal.

www.bengalpatachitra.com

www.facebook.com/RuralCraftandCulturalHubs

unesco

Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal